ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউডের সঙ্গে দূরত্বের কারণ জানালেন নার্গিস ফাখরি

ct 7

সিটির নতুন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার কে এই রেইস?

ct 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২৪ ● কলকাতা ● ১০ মাঘ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৪ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আটঘাট বেঁধেই কড়া পথে রাজীবের পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত বছর অক্টোবরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ নিয়ে শোরগোল চলছে, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, ''যত দিন এই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় রয়েছেন, তত দিন এমন ঘটনা ঘটবে। যোগী-রাজ্যে এমন কিছু ঘটলে আদালত পর্যন্ত যেতে হত না।অঙ্ক কষে সিদ্ধান্ত হলেও এর পরে থাকছে রাজনৈতিক চর্চা। 'এনকাউন্টারে'র পক্ষে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫

পরাক্রম দিবস উপলক্ষে আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এক্স হ্যান্ডলে পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আজ পরাক্রম দিবস। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ছিলেন সাহস ও সংকল্পের পরাকাষ্ঠা। তাঁর দিশাপথে ভারতকে গড়ে তুলতে তাঁর নির্দেশিত পথ আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়"।

"আজ সকাল ১১টা ২৫ মিনিটে পরাক্রম দিবস অনুষ্ঠানে আমি আমার মনোভাব সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেব। আজকের এই দিন সাহস ও সংকল্পের সঙ্গে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সুভাষ বাবুর মতো আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক"।

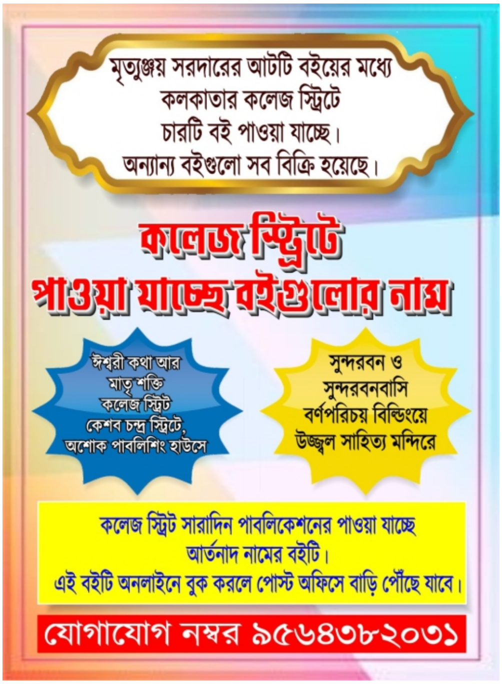

চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব ও মেলার শুভ উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি

২৩শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মবার্ষিকীতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় চুঁচুড়া পৌরসভা আয়োজিত চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব ও মেলার শুভ উদ্বোধন হল। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সংসদ মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী অসিত মজুমদার , হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাবলগি রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র চাপদানি পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্র শ্রীরামপুরের পৌর প্রধান গিরিধারী শাহ চাপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন ,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ প্রধান সহ নেতৃত্ব বৃন্দ। এই মেলার নামকরণ করা হয়েছে চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব ।মেলায় বিভিন্ন অত্যাধুনিক মানের বই থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলায় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বিষয়বস্তুর ওপরও বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে মেলায়। হস্তশিল্পের স্টল সকলের নজর কাড়ে। ষাটটির বেশি স্টল নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব মেলা। চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসবকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

বাবুন ব্যানার্জির নেতৃত্বে নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে রক্তদান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা। আজ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জয়ন্তী উপলক্ষে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন ওরফে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময়, একটি বৃহৎ পরিসরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। বাবুন ব্যানার্জি বলেন যে নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে এই অনুষ্ঠানের এটি ২৬ তম বছর এবং তিনি জনগণের ভালোবাসা এবং সমর্থনে অভিভূত। এই সময়, জাহিদ এবং তার দল সহ ডায়মন্ড হারবারের মন্দিরবাজার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ১৫০ জনেরও বেশি কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা দফতরের আধিকারিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার টাকার পাহাড়, গুনতে আনা হল মেশিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পটনা: টাকা, টাকা আর টাকা। শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিকের বাড়িতে হানা দিয়ে টাকার পাহাড়ের খোঁজ পেলেন ভিজিল্যান্স দফতরের আধিকারিকরা। আর ওই বিপুল অঙ্কের টাকা দেখে অভিযানে যাওয়া আধিকারিকদের চোখ ছানাবড়া। বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকা গুনতে নিয়ে আসা হয়েছে মেশিন। ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি হবে।অভিযুক্ত শিক্ষা আধিকারিক রজনীকান্তের স্ত্রী সুষমা কুমারী চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর দৌলতে দ্বারভাঙ্গায় ওপেন মাইন্ড বিড়লা স্কুলের

পরিচালক পদে রয়েছেন। ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের ধারণা, অবৈধভাবে আয় করা টাকা ওই বেসরকারি স্কুলে বিনিয়োগ করেছেন রজনীকান্ত। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষকদের একাধিক সংগঠনের তরফে বেতিয়ার জেলা স্কুল আধিকারিক রজনীকান্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে।ভিজিল্যান্স দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বেতিয়া জেলার শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও)রজনীকান্ত প্রবীণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। চাকরি ও বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে আয়ের অভিযোগ জমা পড়েছিল তার বিরুদ্ধে। এদিন সকালে বেতিয়া, সমস্তিপুর-সহ একাধিক জায়গায় অভিযুক্ত রজনীকান্তের বাড়ি এবং আত্মীয়দের ঠিকানায় অতর্কিতে অভিযান চালানো হয়। বিহারের বিশেষ ভিজিল্যান্স শাখার অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পঙ্কজ কুমার দারাদের নেতৃত্বে ওই অভিযান চলে। বেতিয়ার সারিসা রোডে রজনীকান্তের ভাড়া বাড়িতে হানা দিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের।বাড়িতে থাকা দুটি খাটের নিচ থেকে উদ্ধার হয় টাকার পাহাড়। ওই

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

আটঘাট বেঁধেই কড়া পথে রাজীবের পুলিশ

একাধিক বার সওয়াল শোনা গিয়েছে শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশেষ আস্থাভাজন' ডিজি কি শেষ পর্যন্ত সেই পথের পথিক হচ্ছেন? রাজ্য প্রশাসনের এক সূত্রের বক্তব্য, ''অতীতে মুম্বই পুলিশ, পরে গুজরাত, তেলঙ্গানা বা উত্তরপ্রদেশ যা বারবার করে বিতর্কে জড়িয়েছে, এখানে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই। ডিজি দক্ষ অফিসার, না-বুঝে কিছু করছেন না!''উত্তরবঙ্গেরই উত্তর দিনাজপুরে পুলিশের গুলিতে এক দুষ্কৃতীর মৃত্যুর পরে সেই সুকান্তের মন্তব্য, ''গোয়ালপোখরে পুলিশ এনকাউন্টার করে এক কুখ্যাতকে মেরেছে। ভাবতাম, থ্রি নট থ্রি বন্দুকগুলো চলে না! দেখে খুশি হয়েছি যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ গুলি চালাতে জানে। কম সে কম গুলি তো চালাতে পেরেছে!''

কয়েক মাসের মধ্যে এই পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। সৌজন্যে 'এনকাউন্টার'! যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের বহুচর্চিত কৌশল এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানাতেও দেখা যাবে কি না, শুরু হয়ে গিয়েছে সেই চর্চা। অভিযুক্তের বিচার আইনি পথেই হওয়া উচিত, নাকি 'বিচার' দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশ নিজের হাতে তুলে নিতে পারে, সেই পুরনো বিতর্কও ফের সক্রিয়। তবে পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষ সূত্রের ইঙ্গিত, কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার সিদ্ধান্ত হয়েছে সব রকম ভাবনা-চিন্তা করেই। সেই অর্থে বলতে গেলে আটঘাট বেঁধেই গোয়ালপোখরে 'এনকাউন্টার' করেছিল পুলিশ। কোর্ট লক-আপে এক শাগরেদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেয়ে জেলে ফেরার পথে গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের উপরে গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল সাজ্জাক আলম। সেই ঘটনায় আহত পুলিশকর্মীদের দেখতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের 'ভারপ্রাপ্ত' ডিজি রাজীব কুমার। সেখানেই তিনি বলে এসেছিলেন, পুলিশের উপরে এক রাউন্ড গুলি চললে পুলিশ পাল্টা চার রাউন্ড চালাবে! তার দু'দিনের মধ্যে পলাতক সাজ্জাকের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। শেষ পর্যন্ত যোগী-রাজ্যের দাওয়াই এই রাজ্যেও প্রয়োগ শুরু হল কি না, সেই প্রশ্নে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। পুলিশি পদক্ষেপের বিরোধিতায় সরব হয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। পুলিশের গুলিতে সাজ্জাকের মৃত্যুর ঘটনারপ সিআইডি তদন্তও শুরু হয়েছে নিয়ম মেনে।রাজ্য পুলিশের এক প্রথম সারির কর্তার মতে, ''পুলিশ কোথাও মাত্রা ছাড়ায়নি। যে কোনও সাধারণ অভিযুক্তের ক্ষেত্রেও কিছু করা হয়নি। প্রথমত, ওই দুষ্কৃতী ওই পুলিশের উপরে গুলি চালিয়ে পলাতক ছিল। দ্বিতীয়ত, পরে যখন তার গতিবিধি জেনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল, সে দিন ছাড়া পেয়ে গেলে সে বাংলাদেশে পালিয়ে যেত। এর কোনওটাই পুলিশ বাহিনীর জন্য কাঙ্ক্ষিত ছিল না।'' রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ সূত্রেরও বক্তব্য, ''আক্রমণের মুখে পড়লে পুলিশ টেবিলের তলায় লুকোয়, এই ভাবমূর্তি প্রচার হয়ে গিয়েছে এই রাজ্যে। পুলিশ কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা না-করলে বাহিনীর মনোবল আরও ধাক্কা খাবে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কেও ভুল বার্তা যাবে।'' তবে প্রশাসনেরই কেউ কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অভিযুক্ত সাজ্জাকের দেহের নিম্নাংশে গুলি চালিয়েও পুলিশ তাকে কাবু করতে পারতো। 'চরম' পথে যাওয়া হয়েছে দুষ্কৃতীদের মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে ভয় ধরানোর লক্ষ্যেই।পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাখ্যা মিলছে, 'ডাকাবুকো' আইপিএস রাজীব সেই স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সে (এসটিএফ) থাকার সময় থেকেই বাহিনীর প্রতি সহমর্মী। গোয়ালপোখরেও পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি আহতদের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছেন এবং কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাতে তাঁর বাহিনীর মনোবল অটুট থাকে। আবার পাশাপাশি প্রশাসনিক শিবিরের এক সূত্রেই ব্যাখ্যা, সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে অবাধ বিচরণের কারণে ডিজি-র নানা সিদ্ধান্তে ইদানিং 'পছন্দ-অপছন্দ' বাছবিচারের অভিযোগ আছে এবং তার জেরে পুলিশের অন্দর মহলে 'অসন্তোষ'ও আছে। নিচু তলার পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের শীর্ষ কর্তা এক ঢিলে সেই পাখিও মারতে চেয়েছেন!

(২ পাতার পর)

শিক্ষা দফতরের আধিকারিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার টাকার পাহাড়, গুনতে আনা হল মেশিন

বিপুল পরিমাণ টাকা গুনতে মেশিনও নিয়ে আসা হয়। খবর প্রকাশ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা মিলেছে। বাজেয়াপ্ত টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বিশেষ ভিজিল্যান্স শাখার অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল পঙ্কজ কুমার দারাদ জানিয়েছেন, ২০০৫ সালে বিহারের শিক্ষা দফতরে যোগ দিয়েছিলেন অভিযুক্ত রজনীকান্ত প্রবীণ। গত ১৯ থেকে ২০ বছর ধরে তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার তথ্য-প্রমাণ মিলেছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে কেন্দ্রের তরফ থেকে সাগরদীঘির যুবক আমন্ত্রিত

এক দুর্লভ সাফল্য। সাগরদিঘির যুবক প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসে দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছেন কেন্দ্রের তরফ থেকে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কলেজে বিএ – এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আলি আকবর তাঁর পড়াশোনার পাশাপাশি নিজস্ব সামাজিক কাজকর্মের জন্য এই কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের এই সন্তান জাতীয় প্রকল্প পরিষেবা (এনএসএস) – এর অধীন বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত হয়েছেন। রক্তদান কর্মসূচিতে কাজ করার পাশাপাশি, অনাথ আশ্রমের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। My Bharat App – এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা পরিষেবাও যুগিয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করার বিভিন্ন অতিথিদের মধ্যে আলি আকবর একজন। আকবর জানান, “৪ জানুয়ারি আমি সরকারি আমন্ত্রণপত্র হাতে পেয়ে রীতিমতো বিস্ময়বোধ করি। আমার বাবা প্রথমে চিঠিটি পড়েন। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত গর্বিত”। ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি রাজধানী শহরে তাঁর যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা ১০ হাজার জন বিশেষ অতিথিকে ২৬ জানুয়ারি ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে স্বর্ণিম ভারতের নির্মাতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সহ নানা ক্ষেত্রে সফল মানুষরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের গা ঘেঁষে বাংলাদেশের একাধিক বাঙ্কার, বন্দুক তাক করে বসে বিজিবি! কী চাইছে ওরা?

ক্রমশ টেনশন বাড়ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে! বিশেষ করে গত কয়েকদিনে কাঁটাতার লাগানো নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে নজিরবিহীন সংঘাত দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, কাঁটাতার না থাকায় অবাধে ভারতে ঢুকে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আর তা নিয়ে গত কয়েকদিন আগে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মালদহের সুখদেবপুর গ্রাম একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

এই অবস্থায় মালদার মহদীপুর সীমান্তের ঠিক ওপারে বাংলাদেশের সোনা মসজিদ এলাকায় বিএসএফ ও বিজিবির বৈঠক করল। উপস্থিত বিএসএফের মালদা সেক্টর এর ডিআইজি অরুন কুমার গৌতম ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের রাজশাহী সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল ইমরান ইবলে সহ বিএসএফ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আধিকারিকরা। সীমান্ত উত্তেজনা কমানো নিয়ে বৈঠক হয়।

যা খবর, বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এমনকি সীমান্ত সংঘাত নিয়েও চর্চা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সিমান্ত এলাকায় কৃষকরা ছাড়া আর কেউ যাবে না। বাংলাদেশিরা নজিরবিহীন ভাবে ভারতীয়দের দিকে ধেয়ে আসে। এমনকি ভারতের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের হুঙ্কার পর্যন্ত দিতে শোনা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সীমান্তে (India-Bangladesh) সাইন্ড গ্রেনেড পর্যন্ত ফাটাতে বাধ্য হয় বিএসএফ। আর এরপর থেকেই উত্তাল পরিস্থিতি। ওই এলাকায় বাড়ছে টেনশন।এর মধ্যেই সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বিজিবি একাধিক বাঙ্কার তৈরি করেছে বলে দাবি। এলাকার কৃষকরা জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা আছে। বিএসএফ কড়া নজর রাখছে। অন্যদিকে সীমান্তের গা ঘেষে বিজিবি একাধিক বাঙ্কার তৈরি করেছে বলেও দাবি স্থানীয় মানুষজনের। শুধু তাই নয়, সেখানে একেবারে আধুনিক অস্ত্র হাতে জওয়ানরা ভারতের দিকে তাক করে বসে আছে বলেও দাবি।

বলে রাখা প্রয়োজন, ইউনূস সরকার ইতিমধ্যে বাহিনীকে 'সাউন্ড গ্র্যানেড' ব্যবহারে অনুমোদন দিয়েছে। অন্যদিকে মালদহের ওই এলাকার কৃষকরা জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় বহু বছর ধরে চাষ করছেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। এমনকি বেড়া দেওয়ার সময় বিজিবির জওয়ানরা গুলি করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত তাঁদের দিয়েছে বলে অভিযোগ।বলে রাখা প্রয়োজন, শুধু তাই নয়, বিজিবির বিরুদ্ধে আরও মারাত্মক অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুজায়ী, বাঙ্কারে বসে থাকা বাংলাদেশি সেনারা অনুপ্রবেশকারীদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করে। যাতে তারা ভারতীয় জমিতে ঢুকে ফসল কেটে নিয়ে যায়।

এই অবস্থায় মালদার মহদীপুর সীমান্তের ঠিক ওপারে বাংলাদেশের সোনা মসজিদ এলাকায় বিএসএফ ও বিজিবির বৈঠক করল। উপস্থিত বিএসএফের মালদা সেক্টর এর ডিআইজি অরুন কুমার গৌতম ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের রাজশাহী সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল ইমরান ইবলে সহ বিএসএফ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আধিকারিকরা। সীমান্ত উত্তেজনা কমানো নিয়ে বৈঠক হয়।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠারোতম পর্ব)

আনাগোনা।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা মান সিংহ (অনেকে বলেন রাজা বসন্ত রায়) আদি গঙ্গার তীরে একটি ছোট কালী মন্দির নির্মাণ করে দেন।

এরপর ১৫০০ শতাব্দীতে কালীক্ষেত্র দীপিকা নামে একটি বই থেকে জানা যাচ্ছে এই সময়ে কালীঘাটের আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের বসবাস ছিল। কালীঘাট তখন নানারকম বৃক্ষ ও লতায় আচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল। মন্দিরের লাগোয়া একটা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গা সাগরে যেত। পরবর্তী সময়ে রাস্তাটির নাম হয় রসা রোড।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সোদপুরের মেয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে কেন্দ্রের তরফে আমন্ত্রিত

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫

কলকাতার সোদপুরের কুমারী তনিমা দাস কেন্দ্রের তরফে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.টেক – এর ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি, সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত থাকায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জাতীয় প্রকল্প পরিষেবা এনএসএস – এর অধীন বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে তিনি ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছেন।

রাজধানী শহরে ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে কুমারী তনিমা দাস একজন। তিনি বলেন, ৪ জানুয়ারি সরকারি আমন্ত্রণপত্র হাতে পাওয়া আমার কাছে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। আমার বাবা চিঠিটি প্রথমে পড়েন। এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আমি গর্বিত। ২৩-২৭ জানুয়ারি কুমারী তনিমা দাসের রাজধানী শহরে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা ১০ হাজার জন বিশেষ অতিথিকে ২৬ জানুয়ারি ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে স্বর্ণিম ভারতের নির্মাতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সহ নানা ক্ষেত্রে সফল মানুষেরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হচ্ছেন।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সে সারা জীবন অবশ্যই পাপ করেছে। কিন্তু শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্মে সে পাপমুক্ত হয়েছে এবং সর্বেশ্বর শিবের কৃপা লাভ করে শিবলোকে এসেছে। নন্দীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন ধর্মরাজ। তিনি শিবের মাহাত্মর কথা ভাবতে ভাবতে যমপুরীতে চলে গেল। শিব পার্বতীকে আরও বললেন, এই হল শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

বৈপ্লবিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে। ExTeM-এর এই গবেষণা ভারতের গগনযান মিশন এবং ভবিষ্যতের স্পেস স্টেশনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হবে। এই ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বন্ধুরা, এই সমস্ত কৃতিত্বই প্রমাণ করে যে, ভারতের বিজ্ঞানীরা এবং ইনোভেটররা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজতে কতটা visionary। আমাদের দেশ, আজ, মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। আমি ভারতের বিজ্ঞানী, ইনোভেটর এবং যুবা উদ্যোক্তাদের সমগ্র দেশের হয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা হয়তো বহু বার মানুষ ও পশুদের মধ্যে আশ্চর্য বন্ধুত্বের ছবি দেখেছেন, আপনারা পশুদের আনুগত্যের গল্পও শুনে থাকবেন। গৃহপালিত প্রাণী হোক বা বন্য প্রাণী, মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই অবাক করে তোলে। প্রাণীরা যদিও কথা বলতে পারে না, তবে তাদের আবেগ, তাদের শরীরী ভাষা, মানুষ ভাল করে বুঝতে পারে। পশুরাও বোঝে ভালোবাসার ভাষা, তেমনই ভালোবাসতেও পারে। আমি

(পঞ্চম পর্ব)

আপনাদের সঙ্গে আসামের একটি উদাহরণ ভাগ করে নিতে চাই, আসামে একটা জায়গা আছে যার নাম 'নওগাঁও'। 'নওগাঁও' আমাদের দেশের মহান দার্শনিক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবজির জন্মস্থানও। এই জায়গাটা খুবই সুন্দর। এখানে হাতিদের বেশ বড়সড় ডেরা আছে। এই এলাকায় অনেক ঘটনা এমন দেখা যাচ্ছিল, যেখানে হাতির দলের আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কৃষকরা খুবই বিপাকে পড়েছিল, আশেপাশের প্রায় ১০০টি গ্রামের মানুষ খুবই চিন্তিত ছিল, কিন্ত গ্রামবাসীরাও হাতিদের এমন ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারছিল। তারা জানত যে, হাতিরা তাদের খিদে মেটানোর জন্য চাষের ফসল নষ্ট করছে, তাই গ্রামবাসীরা একটি সমাধান খুঁজে বের করার কথা ভাবল। গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়, যার নাম ছিল 'হাতি বন্ধু'। হাতির বন্ধুরা বুদ্ধির সঙ্গে প্রায় ৮০০ বিঘা অনুর্বর জমির উপর এক অনন্য প্রচেষ্টা চালায়। এখানে গ্রামবাসীরা নিজেদের একত্রিত করে Napier grass লাগিয়েছে। হাতিরা এই ঘাস খেতে খুবই পছন্দ করে। এর ফলে হাতিদের ক্ষেতের ফসলের দিকে যাওয়ার প্রবণতা কমে গিয়েছে। হাজার হাজার গ্রামবাসীর জন্য এটি একটি বড় স্বস্তির বিষয়। ওদের এই প্রচেষ্টা হাতিদেরও মনে ধরেছে।

বন্ধুরা, আমাদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য আমাদের আশেপাশের পশু-পাখিদের সঙ্গে ভালোবেসে মিলেমিশে থাকতে শেখায়। এটা আমাদের সবার জন্য অনেক আনন্দের খবর যে, বিগত দুই মাসে আমাদের দেশে দুটি নতুন টাইগার রিজার্ভ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে একটি হল ছত্তিশগড়ের গুরু ঘাসিদাস-তমোর পিংলা টাইগার রিজার্ভ আর অন্যটি হল মধ্যপ্রদেশে রাতাপানি টাইগার রিজার্ভ।

আমার প্রিয় দেশবাসী, স্বামী বিবেকানন্দজী বলেছিলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ভাবনা নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে, সে-ই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কোনও ভাবনাকে সফল করার জন্য আমাদের প্যাশন এবং ডেডিকেশন সব থেকে বেশি জরুরি। সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং উৎসাহ থাকলে ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি আর সফলতার পথ নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসে। কিছুদিন আগে আমার স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'বিকশিত ভারত ইয়াং লিডারস ডায়লগ'-এর

(ক্রমশঃ)

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

২০২৫ - এর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে ৮০০ জন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এমএনআরই

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫

২৬ জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮০০ জন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক(এম এন আর ই)। এই উদ্যোগে ব্যক্তিবর্গ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের প্রথম সারির প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাফল্যকে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে, ভারতের সুস্থায়ী শক্তি রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকেও তুলে ধরা হবে।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন – প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনায় সুবিধাভোগীরা সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সঙ্গে জড়িত কর্মী এবং পিএম কুসুম প্রকল্পে জড়িতরা। দেশ জুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর প্রসারে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে মন্ত্রকের চলতি প্রয়াসকে তাঁদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে।

বিশেষ অতিথিরা কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী, সচিব শ্রীমতী নিধি খারে এবং এমএনআরই-র পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। এমএনআরই তাঁদের পিএম সংগ্রহালয় এবং জাতীয় যুদ্ধ স্মারক ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে।

এমএনআরই-র পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি আমন্ত্রিত অতিথিই সুস্থায়ী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের গল্পকে তুলে ধরেন। তাঁদের এই সফর স্মরণীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে মন্ত্রক থাকা-খাওয়া ও সহায়ক নানা ব্যবস্থা নিয়েছে।

এই ব্যক্তিবর্গকে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে এমএনআরই আরও সবুজ ও সুস্থায়ী ভবিষ্যতের ভারতের যাত্রাপথে সংঘবদ্ধভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাফল্যকে তুলে ধরতে চায়।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন', সেনা সদস্যদের নির্দেশ বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: ফের যুদ্ধের হুঙ্কার জামায়াত ইসলামী ঘনিষ্ঠ তথা পাকিস্তানের পোষ্যভৃত্য সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের কণ্ঠে। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেনা সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকুন।বাংলাদেশ সেনাকে কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায় তার রূপরেখা চূড়ান্ত করতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছেছেন আইএসআইয়ের প্রধান আসিম মালিক। বুধবার ঢাকা সেনানিবাসে তিনি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) কামর-উল-হাসান ও কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ফাইজুর রহমানের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়লেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। এদিন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের এম আর শহীদ প্যারেড গ্রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৭ তম কর্নেল অব দি রেজিমেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের নতুন রেজিমেন্টে উন্নত অস্ত্রসহ বহু সুবিধা অন্তর্ভুক্ত আছে। যে কোনও সময়ে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র যোগান দেওয়ার ব্যাপারে আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব। ইতিমধ্যে আমরা ইন্ডিজেনাস ডিফেন্স পারফরমেন্স তৈরি করা শুরু করেছি। যা আমাদের সক্ষমতাকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে।' যে কোনও সময়ে নির্দেশ দিলেই যাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিন। যুদ্ধের জন্য আধুনিক অস্ত্রের জোগানের কোনও অসুবিধা হবে না। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আমাদের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। ফলে আপনাদের কোনও তথাকথিত বড় দেশকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যই সেনা সদস্যদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। জামায়াত ইসলামীর কট্টর সমর্থক তথা পাকিস্তান প্রেমী হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের নির্মূল অভিযান শুরু করেছেন। পাশাপাশি একাত্তরের গণহত্যাকারী পাক ফৌজের শাখা সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলতে একাধিক পরিকল্পনাও নিয়েছেন। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী, পাকিস্তান সেনার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম ও যশোর সেনা ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্ব। ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ সেনাকে প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশে আসছে গণহত্যাকারী পাক ফৌজ। পাকিস্তান থেকে আনা হচ্ছে জেএফ-১৭ থান্ডার এবং এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। তাছাড়া পাকিস্তানি গুপ্তচর আইএসআইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন সংগঠন খুলছে বাংলাদেশ সেনা গোয়েন্দা সংস্থা (ডিজিএফআই)। নয়া সংস্থার কাজ হবে ভারতে নাশকতা চালানো ও জঙ্গি সংগঠনকে অর্থ ও অস্ত্রের জোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে অশান্ত করে তোলা।

জেলে যেতেই সঞ্জয় চাইল এই দুটি ছোট্ট জিনিস, থ জেল কর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিগত কয়েকদিন ধরেই চর্চায় রয়েছে আরজি কর কাণ্ডের দোষী সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় । শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বান দাস তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সঞ্জয়কে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। তারপর মঙ্গলবার প্রথম জেলের ভিতর নিজের সেল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সে।সোমবার কলকাতার নিম্ন আদালতের রায় ঘোষণার পর থেকেই অসন্তুষ্ট সকলে। তাই এবার সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের মামলা করেছে রাজ্য সরকার। একইসাথে মামলা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইও। তাই এখনও সঞ্জয়ের প্রাণদণ্ড হওয়ার আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বিচারাধীন বন্দিদের তুলনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের দিনের বেলায় তুলনামূলকভাবে বেশিক্ষণ সেলের বাইরে রাখা হয়। যদিও সঞ্জয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে খুব বেশি সময় সেলের বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। জানা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সি জেলের পয়লা বাইশ ওয়ার্ডের তিন নম্বর সেলে একাই রাখা হয়েছে সঞ্জয় রায়কে । সার্বক্ষণ তার ওপর কড়া নজরদারি রাখছেন কারারক্ষীরা, রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। জানা যাচ্ছে, সেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে মঙ্গলবার সঞ্জয় দুটি জিনিস চেয়েছে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে। সূত্রের খবর এদিন একটি খাতা ও এবং পেন চেয়েছে আরজি করের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়। যদিও সে ওই খাতা পেন নিয়ে কি করবে, কিংবা কি লিখতে চায় তা জানে না জেল কর্তৃপক্ষ। তবে জেলে বন্দী আসামী হিসেবে এই দুটি জিনিস চাইলে তা পাওয়ার অধিকারী সঞ্জয়। এর আগে জানা গিয়েছিল শিয়ালদহ আদালতে আরজি কর কাণ্ডে আমৃত্যু কারাদণ্ডের শাস্তি পাওয়ার পর সঞ্জয় তার আইনজীবীকে জানিয়েছিল এই ঘটনার পর সে নাকি বদনাম হয়ে গিয়েছে। আদালতেও নিজেকে বারবার নির্দোষ বলে দাবি করেছিল সঞ্জয়।

সিনেমার খবর

বলিউডে প্রথম ছবির জন্য কে কত পেয়েছিলেন

দেব-রুক্মিণী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রুক্মিণী মৈত্র অভিনীত 'নটী বিনোদিনী' ছবির নিবেদক এবং যৌথ প্রযোজক দেব। শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকালে নন্দন ৩-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই তারকার রসায়নের আরেকবার সাক্ষী থাকল দর্শকরা। এ দিন ছবির প্রথম ঝলক উন্মোচন করা হয়। একঝাঁক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে, মঞ্চ থেকে প্রযোজক-অভিনেতা দেব জানান, ছবিটি নিয়ে তার বিশেষ বার্তা।

তিনি বলেন, এর আগে ছবির পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু হিন্দি ছবির জন্য। এই ছবি দিয়ে বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখলেন তিনি। আমার বিশ্বাস, 'বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান' তাকে আরো একটি জাতীয় স্তরের পুরস্কার এনে দেবে।

দেব ও রুক্মিণী মৈত্রের বাস্তবের এবং পর্দার রসায়ন যেন সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে। দেবের সাম্প্রতিক ছবি 'খাদান' ইতিমধ্যেই বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে, এবং এর ঠিক পরেই মুক্তি পেতে চলেছে রুক্মিণীর 'নটী বিনোদিনী'। দেব নিজে ছবির প্রযোজক হলেও, রুক্মিণীর অভিনয় তাকে হিংসে করাচ্ছে— এমনটাই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে স্বীকার করলেন তিনি।

ছবিতে রুক্মিণীর সঙ্গে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশ ঘোষ), চান্দ্রেয়ী ঘোষ (গঙ্গাবাই), রাহুল বোস (রাঙাবাবু), মীর আফসার আলি (গুর্মুখ রায়) প্রমুখ গুণী অভিনেতারা রয়েছেন, যা ছবির প্রতি আকর্ষণ আরো বাড়িয়েছে। রুক্মিণী অল্প সময়ে বিনোদিনী দাসীর জটিল চরিত্রে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, যা দেবের মতে ঈর্ষণীয়।

প্রচার এবং প্রতিযোগিতা নিয়েও দারুণ রসিকতা করলেন দেব। নায়িকার অভিযোগ ছিল যে, 'বিনোদিনী'র প্রচার 'খাদান'-এর মতো হচ্ছে না। দেব মজা করে বলেন, ওর মধ্যে নিজেরই ছায়া দেখতে পাই— একেবারে খিটখিটে আর খুঁতখুঁতে!" বাস্তবে তাঁদের "তুই বড় না মুই বড়" সম্পর্কের মজাদার ঝলকই যেন দর্শকদের পর্দায় আরো বেশি করে টানছে।

দর্শক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এই জুটির "টক-মিষ্টি-ঝাল" সম্পর্ক নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। রুক্মিণীর অভিনয় নিয়ে প্রত্যাশা যেমন তুঙ্গে, তেমনই তাদের বাস্তব সম্পর্ক থেকে অনুপ্রাণিত দারুণ মুহূর্তগুলো ছবিতে জায়গা পাবে কি না, তা নিয়েও উৎসুক দর্শকরা। 'নটী বিনোদিনী' বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে চলেছে বলে সকলেই আশাবাদী।

'নটী বিনোদিনী'-র ঝলক মুক্তির অনুষ্ঠানে আবেগের জোয়ারে ভাসলেন রুক্মিণী মৈত্র। পর্দায় নিজেকে বিনোদিনী দাসীর চরিত্রে দেখে মুগ্ধ রুক্মিণী দেবের কাঁধে মুখ লুকিয়ে চোখের জল সামলান। তিনি জানান, এই চরিত্র তার অভিনয়জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে। পুরুষশাসিত বিনোদন জগতে নারীকেন্দ্রিক চরিত্রে কাজ করার জন্য সাহস জোগানোর ক্ষেত্রে তিনি দেবের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ছবির পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় এই চরিত্র এবং গল্পকে জীবন্ত করে তোলার জন্য দেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তার মতে, "ঝলক দেখার পর উপস্থিত দর্শকদের নীরবতা থেকেই বোঝা যায় যে রুক্মিণী তার অভিনয়ে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। দেবের ওপর ভরসা রেখে এই প্রজন্মের জন্য নটী বিনোদিনীর জীবনকে জীবন্ত দলিল হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন রামকমল। আগামী ২৩ জানুয়ারি ছবিমুক্তি পাবে।

ডেট করছেন ৫৪ বছরের মণীষা!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

৯০ দশকে প্রথম সারি অভিনেত্রীদের মধ্যে মণীষা কৈরালা অন্যতম। তার পাহাড়ি সৌন্দর্য ও দুর্দান্ত অভিনয় আজও দর্শক মনে রেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত জীবনকে সব ধরণের লাইমলাইট থেকে দূরে রেখেছেন তিনি। তবুও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই ভক্তদের মধ্যে কৌতুহলের যেন কমতি নেই।

এ কারণে এখনও তার ভক্ত-অনুগামীরা জানতে চান, ৫৪ বছরের অভিনেত্রী এখনও সিঙ্গেল নাকি কারোর সঙ্গে ডেট করছেন?

পিঙ্কভিলার সঙ্গে কথা বলার সময় মণীষাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি এখনও সঙ্গীর অভাব বোধ করেন কি না? এই প্রশ্নের জবাবে মণীষা অকপটে জবাব দেন, 'কে বলেছে আমার পার্টনার নেই।'

এই বলে অভিনেত্রী হেসে ফেলেন। আবার প্রেমে পড়া নিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমি নিজেকে আর আমার জীবনকে ভালোভাবে বুঝি। যদি কোনো সঙ্গীকে আমার জীবনে আসতে হয়, তার জন্য নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গে আপস করতে পারব না। আমার যে জীবনযাত্রার মান রয়েছে তা ছেড়ে দিতে চাই না। সঙ্গী যদি এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমার পাশে হাঁটতে পারে, আমি খুশি। তবে এই মুহূর্তে আমি যেরকম আছি, তাতে কোনো বদল চাই না।'

ওই সাক্ষাৎকারে মণীষা আরো বলেন, তিনি স্বাধীনভাবে যেভাবে জীবনযাপন করেন ভবিষ্যতেও সেভাবে জীবন কাটাবেন।

মণীষা কৈরালা ২০১০ সালে নেপালি ব্যবসায়ী সম্রাট দাহালের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন। তবে বিয়ের ২ বছরের মধ্যেই মণীষার সঙ্গে তার স্বামীর ডিভোর্স হয়ে যায়। সেই বছরই অভিনেত্রীর ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ে। তখন থেকেই ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রেখেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মণীষা কৈরালা নেপালের ২২তম প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালার নাতনী।

বলিউডের সঙ্গে দূরত্বের কারণ জানালেন নার্গিস ফাখরি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডে 'রকস্টার' এবং 'ম্যাড্রাস কাফে'র মতো সিনেমার মাধ্যমে পরিচিতি পান নার্গিস ফাখরি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বলিউডের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। নার্গিস কেন বলিউড ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে চর্চার শেষ নেই। সম্প্রতি বলিউড এবং তার কেরিয়ারের প্রসঙ্গে তুলে কথা বলেছেন আমেরিকান এই অভিনেত্রী।

নার্গিস জানিয়েছেন, বলিউডে কাজের ধরন দেখে একটা সময় তিনি ক্লান্ত বোধ করেন। পাশাপাশি পুরুষদের অহংকার ছিল তার আক্ষেপ। কারণ,

নার্গিস ফাখরি

বলিউডে পুরুষ শিল্পীরা যে মূল্য পান সে হিসেবে নারী শিল্পীরা তুচ্ছ।

নার্গিস বলেন, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি ঘটনার সম্মুখীন হই। ফলে আমি আর বলিউডে ফিরতে পারিনি। আমি সে প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই না। সবার সঙ্গেই যে এ রকম ঘটে তা নয়। আমি একাধিক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত মনে থাকবে।'

বলিউডে আইটেম গান নিয়েও সমস্যার কথা জানিয়েছেন নার্গিস। অভিনেত্রীর কথায়, 'আমি পাশ্চাত্য নাচের ভঙ্গি জানি। শুটিংয়ের আধঘণ্টা আগে নাচ শিখে তারপর গানের সঙ্গে লিপ দিতে বলা হলে তো মুশকিল! তারপর সেটে কত কিছু চলে যেটা হয়তো বলিউডের সংস্কৃতির সঙ্গে মিললেও পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।'

নার্গিসের মতে, 'ইন্ডাস্ট্রির বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সবাই সেটা মেনে নিতে পারেন না।'

শচীনকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে ব্রুকের, দাবি অজি কিংবদন্তির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এই নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই যে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন শচীন টেন্ডুলকার। তার সঙ্গে তুলনা যেকোন ক্রিকেটারের জন্য বিশাল পাওয়া। সেখানে ইংলিশ ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুককে তো কিছু জায়গায় শচীনের চেয়েও এগিয়ে রাখছেন অজি কিংবদন্তি গ্রেগ চ্যাপেল। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের পরিসংখ্যান টেনে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, টেন্ডুলকারের চেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারি ব্যাটিং করছে ব্রুক।

হ্যারি ব্রুক-গ্রেগ চ্যাপেল-শচীন টেন্ডুলকার।

২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্ব পালন করেন চ্যাপেল। তাই টেন্ডুলকারকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তারা। যদিও তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫ বছরের বেশি কাটিয়ে ফেলেছিলেন টেন্ডুলকার। ততদিনে বিশ্ব ক্রিকেটে তারকা বনে চলে গিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। তবে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের টেন্ডুলকারের চেয়ে ব্রুককে এগিয়ে রাখছেন ৮৭ টেস্ট ও ৭৪ ওয়ানডে খেলা চ্যাপেল। সিডনি হেরাল্ডের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, অল্প সময়েই ক্রিকেট বিশ্বের আলোচিত একজন হয়ে উঠেছেন ব্রুক।

তিনি বলেন, "হ্যারি ব্রুক, ব্যাটিং সেনসেশন, যার পারফরম্যান্স এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি গ্রেট শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে তুলনা করি। ব্রুকের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের পরিসংখ্যান বলছে, একই পর্যায়ে প্রভাবের দিক থেকে সে সম্ভবত ভারতীয় তারকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২৫ বছর বয়সেই খুব দ্রুত বিশ্বের আলোচিত ক্রিকেটারদের একজন হয়েছে উঠেছে। সহজ ও প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কার্যকর ব্যাটিংয়ে সে আলো ছড়াচ্ছে। অনেকটা শুরুর দিকের টেন্ডুলকারের মতো, বল ছাড়ার আগে সে ক্রিজে অতিরিক্ত নড়াচড়া করে না।"

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওভালে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে টেস্ট অভিষেক হয় ব্রুকের। দুই বছরের একটু বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে ২৪ টেস্ট খেলেছেন তিনি। দারুণ ধারাবাহিকতায় ৫৮.৪৮ গড়ে রান করেছেন ২ হাজার ২৮১। নামের পাশে সেঞ্চুরি ৮টি ও ফিফটি ১০টি। গত ডিসেম্বরে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ওঠেন ব্রুক। এখন আছেন দ্বিতীয় স্থানে। টেন্ডুলকার ও ব্রুকের তুলনায় দুইজনের প্রথম ১৫ টেস্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন চ্যাপেল। তার মতে, এই ব্যাটসম্যানকে ঘিরেই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা উচিত ইংল্যান্ডের।

চ্যাপেল বলেন, "তাদের প্রথম ১৫ টেস্টের তুলনা করলে অবাক করার মতো তথ্য পাওয়া যায়। ওই সময়ে টেন্ডুলকার ৪০ এর নিচে গড়ে ৮৩৭ রান করেছিল, যার মধ্যে সেঞ্চুরি ছিল দুটি। অন্যদিকে, ব্রুক প্রায় ৬০ গড়ে ৫টি সেঞ্চুরিসহ ১ হাজার ৩৭৮ রান করেছে। সত্যি কথা বলতে, শচীন তখনও কিশোর ছিল আর ব্রুকের বয়স ২৫। ধারাবাহিকতার সঙ্গে আগ্রাসনের সংমিশ্রণে ব্রুকের সামর্থ্য তাকে বোলারদের জন্য দুঃস্বপ্ন করে তুলেছে, কারণ টেন্ডুলকারের মতো তাকে দমিয়ে রাখা অবিশ্বাস্যরকম কঠিন। ইংল্যান্ডের জন্য সে কেবল একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাই নয়; সে এমন একজন ক্রিকেটার যাকে ঘিরেই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে।"

টেন্ডুলকার অবশ্য নিজেকে সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ক্যারিয়ার শেষ করেছেন। ২০০ টেস্ট খেলে ১৫ হাজার ৯২১ রান করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার মোট সেঞ্চুরি ১০০টি।

সিটির নতুন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার কে এই রেইস?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এদেরসন ও সাভিনহো আগে থেকে আছেন ম্যানচেস্টার সিটিতে। ইতিহাদে এবার তারা পেতে যাচ্ছেন আরও একজন স্বদেশী। পালমেইরাস থেকে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ভিতোর রেইসের সঙ্গে চুক্তির আরও কাছে চলে এসেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

২০০৬ সালের ১২ জানুয়ারি ব্রাজিলের সাও পাওলো রাজ্যের পৌর এলাকা সান্তানায় রেইসের জন্ম। ফুটবলে হাতেখড়ি পারাইবা রাজ্যের আর১০ একাডেমিতে। এই একাডেমির মালিক ব্রাজিলের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড রবিনিও। খেলোয়াড়ি জীবনে তিনিও দুই মৌসুম সিটিতে কাটিয়েছেন।

সেখান থেকে ২০১৬ সালে পালমেইরাস একাডেমিতে যোগ দেন রেইস। মূল দলে নাম লেখান গত বছর জুনে। তার সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছিল পালমেইরাস। ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২২ ম্যাচ। এর মধ্যে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে খেলা ১৮ ম্যাচেই ছিলেন শুরুর একাদশে। দলকে লিগের রানার্সআপ করতে দারুণ অবদান রেখেছেন। ব্রাজিলের জাতীয় দলে এখনো ডাক পড়েনি। তবে বয়সভিত্তিক দলের হয়ে (অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৭) খেলেছেন ১৬ ম্যাচ।

শীর্ষ স্তরের ক্লাব ফুটবলে প্রথম মৌসুমেই আলো ছড়িয়ে ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর অনুসন্ধানী দলের নজরে আসেন রেইস। শুরুতে তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। পরে আগ্রহী হয়ে ওঠে সিটিও। কয়েক সপ্তাহ ধরে দর-কষাকষির পর চলমান শীতকালীন দলবদলেই তাকে পেতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরাই।

উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে বাজে সময় কাটছে সিটির। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নতুনভাবে দল গোছাতে শুরু করেছেন কোচ পেপ গার্দিওলা। ডান পায়ে অভ্যস্ত রেইস ছাড়াও তার পরিকল্পনা আছে ফরাসি ক্লাব লাঁস থেকে আব্দুকোদির খুসানোভ ও জার্মান ক্লাব এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে স্ট্রাইকার ওমর মারমুশকে সিটিতে নিয়ে আসার।

জাতীয় দল থেকে বাদ; জেসন রয়ের কণ্ঠে আক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওয়ানডে ফরম্যাটে নিয়মিত পারফর্ম করার পরও জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ী ব্যাটসম্যান জেসন রয়। নির্বাচকরা তাকে কেন দলে বিবেচনা করেন না সে বিষয়ে তার কিছুই জানা নেই। তবে সুযোগ পেলে আবারও খেলতে চান ইংল্যান্ডের জার্সিতে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডকে শিরোপার দাবিদার মনে করেন রয়।

গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে না থাকায় আমার অনুশোচনা নেই। কারণ এটা আমার হাতে নেই। দলে সুযোগ পেলে ভালো লাগতো। আমার মনে হয় এই ফরম্যাটে আমি এখনো ভালো ক্রিকেট খেলছি। এই সিদ্ধান্ত তাদের হাতে। তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়েছে। যা ভবিষ্যতের জন্য ভালো। এটা আমার জন্য মেনে নেয়া একটু কঠিন। শেষ কয়েকটা বছর আমার জন্য হৃদয় বিদারক ছিল। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া, বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। তবে এখন আমি আমার জীবনটা উপভোগ করছি। বিভিন্ন দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছি। তা নিয়ে সন্তুষ্ট।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে না থাকলেও ইংল্যান্ডকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন জেসন। এবারের আসরে থ্রি লায়নদের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনাও দেখছেন সাউথ আফ্রিকায় জন্ম নেয়া এই ক্রিকেটার। তিনি বলেন, 'ইংল্যান্ডই চ্যাম্পিয়ন হবে। অন্য দলগুলোর সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা নেই। তবে সবাই ভালো দল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দারুণ ক্রিকেট খেলছে সবাই। এটা কঠিন বিষয় কোনো একটা নির্দিষ্ট দলকে বাছাই করা। ইংল্যান্ডের দিকে তাকালে আপনি অনেক দারুণ তরুণ ক্রিকেটার দেখবেন। তারা জ্বলে উঠলে নিশ্চয়ই ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হবে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR